THE

BLACK

LAWS OF INDIA

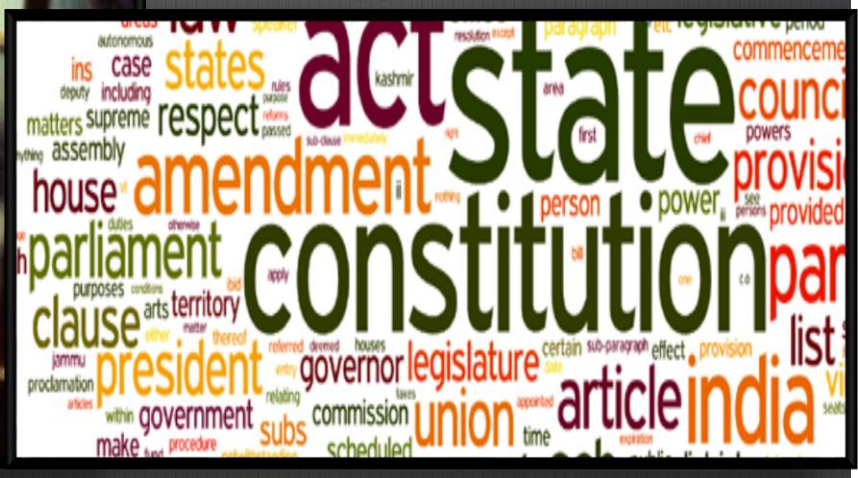

সাহ্‌ম আল হিন্দ মিডিয়া পরিবেশিত

Secularism একটা ভাঁওতাবাজি।Secular রাষ্ট্রে সংখ্যাগুরুদের আইনের দোহাই দিয়ে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের ইতিহাস নতুন নয়।বিদ্রোহ, অন্যায়ের প্রতিবাদ কিংবা ন্যায্য দাবিকে ধামাচাপা দেওয়ার একটা মোক্ষম অস্ত্র হল Public Order Maintain-কারী প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীর হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান।এই ক্ষমতা দেওয়া হয় Parliament-এ বিভিন্ন Act এবং Amendment (সংশোধনী) পাশের মাধ্যমে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমনই কিছু কুখ্যাত আইন হল – AFSPA , TADA , POTA এবং UAPA.

মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান বিছিন্ন হওয়ার পর থেকে ভারতীয় মুসলিমরা উগ্র হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির স্বীকার। এ দেশের মুসলিমরা সরকার দ্বারা নিদারুণ ভাবে উপেক্ষিত এবং লাঞ্ছিত। সার্চার কমিটির রিপোর্ট সেই বাস্তবতাকেই বার বার তুলে ধরেছে। আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি কাশ্মীরের কি অবস্থা। কাশ্মীর ইস্যুটি অত্যন্ত সংবেদনশীল। এই সমস্যাটির কোনো বাস্তব সমাধান খোঁজার পরিবর্তে সেখানে ভারত বন্দুকের জোরে নিজের আধিপত্য কায়েম রাখতে ব্যস্ত। অথচ বুরহান ওয়ানি মৃত্যু পরবর্তী লক্ষ লক্ষ কাশ্মীরি জনসাধারণের প্রতিক্রিয়ায় এটা স্পষ্ট তারা ভারত সরকারের অধীনে থাকতে চায় না, চায় না লক্ষ লক্ষ সেনার প্রতিনিয়ত টহলদারি, নির্যাতন, অপমান আর সন্ত্রাস।

একই রকম ভাবে উত্তর-পূর্বে Seven Sister States-এর বিভিন্ন মুক্তিকামী সংগঠনগুলি নিজেদের স্বাধীনতা দাবী করে আসছে। সুদূর দিল্লী থেকে এই সমস্ত রাজ্যগুলির অধিকাংশ জায়গাকে সশস্ত্র সামরিক ছাওনি দিয়ে মুড়ে ফেলা ব্যতীত আদপেই এখানে কোনো উন্নতি বা প্রগতি করা সম্ভব হয়নি।ভারত সরকারের ভাষায় বিছিন্নতা বাড়িয়ে এই সমস্ত দলগুলিকে দমিয়ে রাখার জন্য সেখানে লাঘু করা হয়েছে AFSPA .

এছাড়াও দেশের আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সংখ্যালঘু সংগঠনগুলিকে নিস্ক্রিয় করে দেওয়ার জন্য এই সমস্ত অমানবিক কালো আইন ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়। এখন আসুন আমরা এই কুখ্যাত কালো আইনগুলির সম্বন্ধে জেনে নিই।

AFSPA

Armed Forces (Special Powers) Acts

এই আইনটি 1958 সালের 11 সেপ্টেম্বর পার্লামেন্টে পাশ হয়। এই আইনটি উত্তরপূর্ব ভারতে সাতটি রাজ্যে লাঘু করা হয়। অসম, অরুনাচলপ্রদেশ, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ও ত্রিপুরাকে একত্রে "Seven Sister States" বলা হয়। জয়তি সরকারের লেখা "The Land of Seven Sisters" বইটির নাম থেকেই এদের নাম হয় "Seven Sister".

এই আইন লাঘু করা হয় সেই সব জায়গায় যেসব জায়গাকে section-3 তে "Disturbed Area" বলে উল্লেখ করা হয়। এই Act-এর নাম থেকেই বুঝতে পারা যায় এর মাধ্যমে সশস্ত্র সামরিক বাহিনীকে বিশেষ অতিরিক্ত কিছু ক্ষমতা প্রদান করা হয়। আর সেই ক্ষমতাগুলি হল –

- যদি মনে করা হয় Public Order ঠিকঠাক maintain করার জন্য গুলি চালানোর প্রয়োজন কিংবা Armed Force ব্যবহার করা প্রয়োজন তাহলে তা করা যেতে পারে।
- প্রয়োজনে যেকোনো সন্দিগ্ধ ঘর, অস্ত্রাগার, ছাওনি, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে ধ্বংস করা যেতে পারে।
- সন্দেহবশত যে কাউকে বিনা Warrant-এ গ্রেফতার করা যেতে পারে।
- সন্দেহবশত যেকোনো জায়গায় প্রবেশ করা যেতে পারে এবং তল্লাশিও করা যেতে পারে।

যে কোনো Commissioned Officer, Warrant Officer, Non-commissioned Officer অথবা সম ক্ষমতা সম্পন্ন সামরিক বাহিনীর যে কেউ এই ক্ষমতাগুলি ব্যবহার করতে পারে।

মণিপুরের আজাদখানার ঘটনা আপনারা নিশ্চয় জানেন। 12 বছরের ছেলে আজাদকে সন্ত্রাসী বলে ভারতীয় সেনারা তার পরিবারের সামনে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয়। ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টও সামরিক বাহিনীর কাছে জানতে চেয়েছে কেন 12 বছরের আজাদকে হত্যা করা হল।

এই সব দেশ দরদী ভারতীয় জাওয়ানদের বিরুদ্ধে অসংখ্য নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগ রয়েছে। Assam Rifles-এর সামনে "Indian Army Rape us" ব্যানার নিয়ে নগ্ন মহিলাদের প্রতিবাদের কথা আজও সভ্য ভারতীয়রা ভুলতে পারেনি।

AFSPA 1990 সালে কাশ্মীরে বলবত করা হয়। প্রায় 25 বছর ধরে এই আইন কাশ্মীরে লাঘু রয়েছে। এই আইনের অপব্যবহার আমাদের কাশ্মীরি ভাই ও মা-বোনেদের উপর কিভাবে অতীতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে তার সংখ্যা বলা খুবই কঠিন এবং তার বর্ণনা দেওয়া আরও বেশি কঠিন।

ভারতীয় জাওয়ানদের অত্যাচার-নির্যাতনের কোনো ঘটনায় জাতীয়স্তরের কোনো মিডিয়ায় প্রচারিত প্রসারিত হয় না। কখনো কোনো কাশ্মীরি ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হলে তা শুনে নেবেন। এই অভিজ্ঞতা অনেকেরই রয়েছে। সেখানকার মুজাহিদদের প্রতি জনসাধারণের পূর্ণ সমর্থনও পরোক্ষভাবে এটাই প্রমাণ করে তারা কতখানি নির্যাতিত।

এই আইনের বিরুদ্ধে People's Democratic Party (PDP)-এর মুখপাত্র মেহেবুব বেগ বলেন – "AFSPA সম্বন্ধে আমাদের অবস্থান খুবই পরিষ্কার। এবিষয়ে ভারত সরকারের তৎক্ষণাৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ এবং এই কঠোর আইনটিকে প্রত্যাহার করা উচিৎ। কোনো সভ্য রাষ্ট্র এটা থাকা পছন্দ করবে না। এটি একটি আপত্তিকর আইন এবং একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে ভারতের এটিকে দেশে কোথাও বহাল রাখা অনুমতি প্রদান করা উচিৎ নয়"

TADA

The Terrorism Disruptive Activities (Prevention) Act

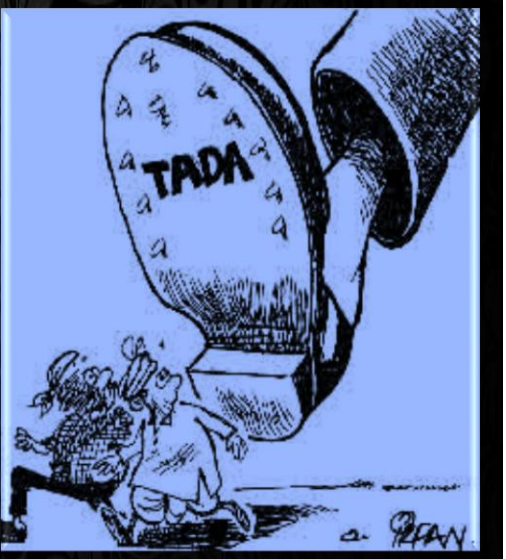

এটি 1985 সালে পাশ হয়। এই আইনে পুলিশকে যে কাউকে অবাধে গ্রেফতার করার এবং জেরা করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। কয়েক বছরের মধ্যেই এই আইনের ব্যর্থতা স্বরূপ এর ব্যাপক অপব্যবহার সামনে আসে।

একটি রিপোর্টে দেখা যায় 1994 সাল পর্যন্ত এই আইনের আওতায় 76,166 জনকে গ্রেফতার করা হয়। এর মধ্যে পুলিশ 18,708 জনের বিরুদ্ধে কোনো চার্জশীট গঠনই করতে পারেনি। এই আইনের অধিনে যে সমস্ত লোককে আটক করা হয় তার মধ্যে 4% লোককে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। 1995 সালে এই আইনটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

POTA

Prevention of Terrorism Act

এটা 2002 সালে চালু করা হয়। এই আইনের ব্যাপক অপব্যবহারের দরুন ভীষণ জনরোষ ঘনীভূত হয়। মাত্র 1 বছর পর 2004 সালে এটিকে রহিত করে দেওয়া হয়। এই আইনের মাধ্যমে মুসলিমদেরকে প্রচণ্ড হেনস্থা করা হয়। জামাতে ইসলামীর নেতা সৈয়দ আলি শাহ্ গিলানিকে এই POTA আইনের বলে গ্রেফতার করা হয়।

এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল Anti-Terrorism Operation গুলিকে আরও শক্তিশালী করে তোলা অর্থাৎ ATS (Anti-Terrorist Squad)-কে অবাধে কাজ করার জন্য যথেচ্ছ ক্ষমতা প্রদান করা।

UAPA

The Unlawful Activities (Prevention) Amendment

এই প্রস্তাবিত আইনটির উদ্দেশ্য ছিল দেশের ঐক্য এবং সার্বভৌমত্ব বিরোধী যেকোনো ঘটনাকে tackle করার জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত শক্তি প্রদান করা। এই বিল (প্রস্তাবিত আইন)-টি 1967 সালের 30-শে ডিসেম্বর পাশ হয়। পরবর্তীতে এই আইনটির আরও অনেকগুলি সংশোধনী আনা হয়। সেগুলি হল –

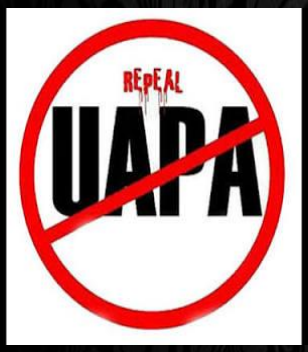

The Unlawful Activities (Prevention) Amendment,1969

The Unlawful Activities (Prevention) Amendment,2004

The Unlawful Activities (Prevention) Amendment,2008

POTA-কে যখন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় সেই বছরই ২০০৪ সালে এটিকে কার্যকর করা হয়। আর এই সংশোধনীতে কার্যত POTA-র নিয়মাবলীগুলিকেই এই আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।